[২০২১] ৮ এস. সি. আর. ৭০৭

মনোজ মিশ্র @ছোটকাউ

বনাম

উত্তর প্রদেশ রাজ্য

(২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১১৬৭)

০৮ অক্টোবর, ২০২১

[এম. আর. শাহ এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-ধারা ৩৬৩,৩৬৬,৩৭৬-ঘ, ৫০৬-অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে আপিলকারী দোষী সাব্যস্ত এবং দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং অভিযুক্ত হয়েছে ধারা ৩৬৩,৩৬৬,৩৭৬-ঘ, ৫০৬ এবং ধারা ৪, পকসো আইন-স্থিরঃ প্রসিকিউটরের প্রমাণ এবং মেডিকেল প্রমাণ ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করে-তবে, গণধর্ষণের অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় না-সুতরাং, বিচার আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হয়, যা হাইকোর্ট ধারা ৩৭৬-ঘ দ্বারা নিশ্চিত করা হয় সংশোধন করা হয়-আপিলকারীকে ধারা ৩৭৬-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সময়ের জন্য দণ্ডিত করা হয়-বিচার আদালত দ্বারা আরোপিত জরিমানা এবং ডিফল্ট সাজা, অপরিবর্তিত-দোষী সাব্যস্ত করা ধারা ৫০৬ বাতিল করা হয়েছে-যদিও, ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধির ধারা ৩৬৬,৩৬৩ এবং পকসো আইনের ধারা ৪ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা নিশ্চিত করা হয়েছে-যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন-ধারা ৪-ফৌজদারি আইন (সংশোধনী) আইন, ২০১৮।

আংশিকভাবে আপিল মঞ্জুর করে আদালত

আদেশঃ ১.১ যতদূর পর্যন্ত যে ঘটনার ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, বিশেষত আপিলকারীর বিরুদ্ধে, প্রসিকিউটরের বাবা-মা এবং প্রসিকিউটর নিজেই পিডব্লিউ ১ থেকে পিডব্লিউ ৩ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল যারা এই বিষয়ে কথা বলেছেন। যদিও অভিযোগ এবং পিডব্লিউআই ১-এর বক্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছিল এবং প্রথমে অভিযোগকারী রামসরে ওরফে সিরির নাম উল্লেখ করেছিলেন, এমন পরিস্থিতিতে যখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ভুক্তভুগি, তার মেয়ে বাড়িতে ছিল না এবং সেই অনুযায়ী সন্দেহের ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করেছিল। অভিযোগ অনুসারে যখন পুলিশ ব্যবস্থা নেয়, তখন প্রসিকিউটর এবং উক্ত রামসরে ওরফে সিরিকে পুলিশ উদ্ধার করে যখন তারা মুম্বাই যাচ্ছিল তখন ধারা ১৬৪ ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে প্রসিকিউটর দ্বারা রেকর্ড করা বিবৃতি অনুসারে। সেই পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক কী হবে বিবৃতি

এবং ভুক্তভুগি দ্বারা পিডব্লিউ ৩ হিসাবে বিচার আদালতের সামনে উপস্থাপিত প্রমাণ যা তার আগের ঘটনাগুলি এবং সেই পরিস্থিতি যা তাকে সেই সময়ে রামসরে ওরফে সিরির সাথে থাকতে বাধ্য করেছিল তা বর্ণনা করে। যদিও বাদী পক্ষের কৌঁসুলি বাদী পক্ষের মতো কিছু অসঙ্গতি উল্লেখ করেছিলেন, তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের বিবৃতি অনুসারে খড়ের কুঁড়েঘরটি চারদিক থেকে খোলা ছিল এবং এই কাজটি দিনের বেলায় করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল যা সম্ভাব্য হতে পারে না, এটি লক্ষ্য করা যায় যে প্রসিকিউটর দ্বারা পিডব্লিউ ৩ হিসাবে প্রদত্ত প্রমাণের সমষ্টি এবং উপাদান মূলত আবেদনকারীর সাথে তাঁর শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে, যার কারণে তিনি "গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং এটি তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে তখনই প্রকাশ করা হয়েছিল যখন তারা তাকে গর্ভবতী বলে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে সেই পরিস্থিতিতে যখন তিনি আবেদনকারীকে তাকে বিয়ে করার জন্য জোর দিয়েছিলেন, তখন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, হুমকি দিয়েছিলেন এবং তিনি সহ-অভিযুক্তের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং রামসরে ওরফে সিরির সাথে তাকে বিয়ে করিয়েছিলেন, প্রলুব্ধ করে এবং তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পটভূমিতে, আবেদনকারীর একাধিকবার ভুক্তভুগির সাথে শারীরিক সম্পর্ক ছিল এবং ভুক্তভুগি তার বাবা-মায়ের কাছে একই কথা প্রকাশ করেননি যখন এটি প্রায় চার মাস আগে প্রথমবারের মতো ঘটেছিল কিন্তু যখন তার গর্ভাবস্থা লক্ষ্য করা হয়েছিল তখন তাদের নজরে আনা হয়েছিল তখন তাদের অবস্থান থেকে দেখতে হবে যে সাজানো অভিযোগগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা। এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে ভুক্তভুগি তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে, ঘটনার দিন আপিলকারী রামসরে ওরফে সিরল, নাঙ্গোদিয়া ইত্যাদি তাকে ধরে ফেলেছিল। তবে, অন্য অভিযুক্ত এবং আপিলকারী এখানে আপিলকারীর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট ইঙ্গিত নেই বা রেফারেন্সটি এই বিষয়ে যে তারা আবেদনের তারিখে আবেদনকারীকে প্রলুব্ধ করতে এবং নিয়ে যেতে সহায়তা করেছিল যাতে তাকে রামসরে ওরফে সিরির সাথে বিয়ে দেওয়া যায়। আরও যে বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো তা হল, উল্লিখিত রামসরে ওরফে সিরি এবং নাঙ্গোদিয়া হলেন ভাইবোন, যিনি বিচার আদালত কর্তৃক খালাস পাওয়া রক্ষারামের পুত্র। আবেদনকারীর দ্বারা সংঘটিত যৌন নিপীড়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, এই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে।

[অনুচ্ছেদ ৯,১০] [৭১৪-বি-এইচ; ৭১৫-এ-ডি]

১.২. যদিও উল্লিখিত সপ্তাহের সংখ্যা সম্পর্কে সামান্য পার্থক্য রয়েছে, গর্ভাবস্থা ২০ সপ্তাহের কম ছিল না এবং যদি এটি পটভূমিতে রাখা হয়, তবে ভুক্তভুগির বিবৃতি যে আপিলকারী তার সাথে প্রথমবার, চার মাস আগে সহবাস করেছিলেন, যা একটি আনুমানিক ইঙ্গিত এবং যে তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন তা পিরিয়ডের সাথে মিলে যাবে।যদিও ধারা ১৬৪ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর অধীনে প্রদত্ত বিবৃতি এবং ভুক্তভুগি দ্বারা পিডব্লিউ ৩ হিসাবে উপস্থাপিত প্রমাণের ক্ষেত্রে ছোটখাটো অসঙ্গতি রয়েছে, তবে অভিযোগের জোর দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে শারীরিক যোগাযোগ করেছিলেন। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, ভুক্তভুগি এবং মেডিকেল প্রমাণের প্রমাণ ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করবে। যতদূর পর্যন্ত আপিলকারীকে দায়ী করা ধর্ষণের ঘটনাটি প্রকাশ করে না যে সমস্ত অভিযুক্ত তার উপর ধর্ষণ করেছিল বা সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল এবং কমিশনকে সহায়তা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, হাইকোর্ট নিজেই যে উপসংহারে পৌঁছেছে তা ইঙ্গিত করে যে রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ষণের অভিযোগটি আপিলকারীর বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য অভিযুক্তরা এই ধরনের কাজে জড়িত নয়। আরও, যখন তার বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ভুক্তভুগির সন্ধান পাওয়া যায় তখন তারা সবাই তার সাথে ছিল না, তবে তাকে কেবল রামসরে @সিরির সাথে পাওয়া যায়। এটি ছাড়াও, আবেদনকারী ছাড়াও অন্য তিন অভিযুক্ত হলেন ভাইবোন এবং তাদের বাবা রক্ষারামকে "বিচার আদালত" দ্বারা খালাস দেওয়া হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে, গণধর্ষণের অভিযোগটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যাইহোক, ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত ধর্ষণের ঘটনাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটি ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার মামলা হবে। তবে, বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এবং উচ্চ আদালত দ্বারা ৩৬৩,৩৬৬ ধারার অধীনে এবং পকসো আইনের ৪ ধারার অধীনে নিশ্চিত করা এবং এর অধীনে আদেশ দেওয়া সাজা হস্তক্ষেপের আহ্বান জানাবে না।

[অনুচ্ছেদ ১১-১৪] |৭১৫-এফ-এইচ; ৭১৬-এ, ডি-এফ; ৭১৭-সি-ই]

১.৩ ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধির ৫০৬ ধারার অধীনে আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ক্ষেত্রে এই আদালত খুঁজে পায়নি যে পি. ডব্লিউ. ৩ হিসাবে তার সাক্ষ্যে ভুক্তভুগির অস্পষ্ট বিবৃতি ছাড়া কোনও সমর্থনকারী প্রমাণ রয়েছে যে যখনই সে তার সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপের চেষ্টা করার সময় চিৎকার করে, তখন আপিলকারী

তাকে কাউকে কিছু না বলার হুমকি দিয়েছিল কারণ অন্যথায় সে তাকে হত্যা করবে। বিচার আদালত কর্তৃক আরোপিত এবং হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত ৫০৬ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা টেকসই নয় এবং বাতিল করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১৫] [৭১৭-এফ-এইচ]

২. প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনাটি ০৯.০৮.২০১৩ তারিখের অভিযোগের উপর ভিত্তি করে। এই পরিস্থিতিতে, যদিও এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে ধারা ৩৭৬ সংশোধন করা হয়েছে। ২১.০৪.২০১৮ ন্যূনতম ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান করে, মামলাটি ২০১৩ সালের হাতে রয়েছে এবং আপিলকারীর দোষী সাব্যস্তকরণ ২০.০৫.২০১৫-এ ছিল। ঘটনাটি সংশোধনের আগে ঘটেছে, পূর্ব-সংশোধিত বিধানটি নোট করতে হবে। একই বিধানে বলা হয়েছে যে ধর্ষণকারী ব্যক্তিকে সাত বছরের কম নয় এমন একটি মেয়াদের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা আজীবন কারাদণ্ড হতে পারে এবং জরিমানাও হতে পারে।

তাত্ক্ষণিক মামলায়, সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে যে আপিলকারীর কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরী নেই এবং তিনি পাঁচ সন্তানের পিতা এবং বড় ছেলের বয়স ১৮ বছরের বেশি, এটি নির্দেশ করার জন্য রেকর্ডে কোনও উপাদান উপলব্ধ নেই, এটি প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজে লিপ্ত হবেন বলে আশঙ্কা করার কোনও কারণ নেই। ৭ বছরের সাজা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে পরিবেশন করার জন্য যথেষ্ট প্রতিরোধকারী হত। "আপিলকারী ২০.০৯.২০১৩ থেকে হেফাজতে রয়েছেন। যদি এটি পদ হয়, তবে তিনি হেফাজতে রয়েছেন এবং ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাজা ভোগ করেছেন যা তার সাজা হবে। এইভাবে তিনি জরিমানা প্রদান ছাড়া আরোপিত সাজা ভোগ করেছেন। বিচার আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা এবং ডিফল্ট সাজা বজায় রাখা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৭১৮-এ-ই]

ফৌজদারি আপিল ক্ষেত্রঃ ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১১৬৭

হাইকোর্টের ১৪.০৩.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে 2017 সালের ফৌজদারি আপিল নং 1102-এ এলাহাবাদ, লখনউ বেঞ্চে বিচার বিভাগ

অনুপ প্রকাশ অবস্থি, আপিলকারীর পক্ষে উকিল।

পরমানন্দ পান্ডে, শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা সিং, উৎকর্ষ পান্ডে, আইনজীবীরা উত্তরদাতার পক্ষে।

আদালতের রায় **এ. এস. বোপান্না, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১. আপিলকারী এই আদালতের সামনে ফৌজদারি আপিল নং১১০২/২০১৭-এ এলাহাবাদ, লখনউ বেঞ্চের হাইকোর্টের বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ১৪.০৩.২০১৮ তারিখের রায়কে সমর্থন করছেন। উক্ত রায়ের মাধ্যমে, হাইকোর্ট আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং অতিরিক্ত দায়রা আদালত এবং বিশেষ বিচারক পকসো আইন, বাহরাইচ সি.সি.-এর দ্বারা আপিলকারীর আদেশ ও সাজা নিশ্চিত করেছেন। নং.১৮/২০১৪ এখানে আপীলকারীকে উল্লিখিত মামলায় অভিযুক্ত নং ৪ হিসাবে সাজা দেওয়া হয়েছে।

২.অভিযুক্তের দণ্ড এবং দণ্ডাদেশের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা সংক্ষেপে হলো যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অনুসারে, ভুক্তভুগির পিতা ০৯.০৮.২০১৩ তারিখে রাত ১০:৩৫ মিনিটে পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, রামাসরে আলিয়াস সিলি তার ১৪ বছরের মেয়েকে ০২.০৮.২০১৩ তারিখে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গিয়েছিল। অভিযোগে আরও বলা হয় যে, রাকশারাম, আঙ্গোদিয়া এবং মনোজ কুমার আলিয়াস ছোটকোই, যিনি এখানে অভিযুক্ত, এই ঘটনার মধ্যে সহযোগিতা করেছিল। এরপর অপরাধ নং ৬২৫/২০১৩ অনুযায়ী ৩৬৩ এবং ৩৬৬ ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধির ধারা অনুসারে একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করা হয়। পুলিশ ভুক্তভুগিকে রামাসর অরফে সিলির সাথে উদ্ধার করে এবং তাকে মেডিকেল পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়। পরবর্তীতে, মামলা তদন্ত করা হয় এবং ৩৬৩, ৩৬৬, ৩৭৬ এবং ৫০৬ ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধির ধারায় এবং শিশুদের প্রতি যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইন (পকসো আইন) এর ৩ ও ৪ ধারায় চার্জশীট দাখিল করা হয়। আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে। অভিযুক্তরা অভিযোগ অস্বীকার করলে, বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। মামলার প্রাথমিক সাক্ষী হিসেবে ভুক্তভুগির পিতা ও মাতা যথাক্রমে পি ডাবলু-১ এবং পি ডাবলু-২ হিসেবে সাক্ষ্য দেন, এবং প্রসিকিউট্রিক্স নিজে পি ডাবলু-৩ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ডা. রাবিয়া সুলতান, যিনি ভুক্তভুগির মেডিকেল পরীক্ষা করেন, তিনি পি ডাবলু-৪ হিসেবে সাক্ষ্য দেন। কনস্টেবল প্রমোদ কুমার শাহ, যিনি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করেছিলেন, তিনি পি ডাবলু-৫ হিসেবে সাক্ষ্য দেন এবং সাব-ইন্সপেক্টর তারা প্রসাদ পাণ্ডে, যিনি তদন্ত করেন, তিনি পি ডাবলু-৬ হিসেবে সাক্ষ্য দেন।

৩. আদালত উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে, এবং ফৌজদারি কার্যবিধি (সংক্ষেপে 'ফৌজদারি কার্যবিধি') এর ধারা ৩১৩ অনুযায়ী আসামির যে অস্বীকৃতি উত্থাপিত হয়েছিল তা বিবেচনায় নিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং, আসামিদের নিম্নলিখিত সাজা প্রদান করা হয়: (i) ধারা ৩৬৩ ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধির অধীনে ৩ বছর কঠোর কারাদণ্ড এবং ৩০০০/- টাকা জরিমানা; (ii) ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য ৫,০০০ টাকা জরিমানা সহ কারাবাস; (iii) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬-ঘ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য ২৫,০০০ টাকা জরিমানা সহ ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড; (iv) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারার অধীনে ২,০০০ টাকা জরিমানা সহ ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং (v) পকসো আইনের ৪ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য ৭,০০০ টাকা জরিমানা সহ ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। জরিমানা না দেওয়ার জন্য সাজাও জারি করা হয়েছিল এবং উক্ত বিধানগুলির অধীনে অপরাধের জন্য সাজা তারিখের ২০.০৫.২০১৫ রায়ের মাধ্যমে একযোগে চালানোর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। উক্ত রায়ের মাধ্যমে অভিযুক্ত রক্ষারামের মধ্যে একজনকে এই বলে খালাস দেওয়া হয়েছিল যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

৪. আপিলকারী ফৌজদারি আপিল নং ১১০২/২০১৭-এ হাইকোর্টের সামনে উক্ত রায়কে আক্রমণ করেছিলেন। বিচারে আদালতে দাখিল করা প্রমাণের সাথে যুক্ত হয়ে বিদ্বান বিচারক যে যুক্তিগুলি অনুরোধ করা হয়েছিল তার পটভূমিতে পুনরায় মূল্যায়ন করেছিলেন এবং সেই আলোকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে আপিলকারী তার দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়ার পরে বেশ কয়েকবার ভুক্তভুগিকে ধর্ষণ করেছিলেন। বিষয়টির সেই দৃষ্টিতে বিদ্বান বিচারকের মতামত ছিল যে প্রসিকিউশন প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার আদালত সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে আপিলকারী অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। দোষী সাব্যস্ত এবং শাস্তির রায় সেই অনুযায়ী নিশ্চিত করা হয়েছিল। অতএব, হাইকোর্টের বিদ্বান বিচারপতির দ্বারা প্রদত্ত রায়ে ক্ষুব্ধ বলে দাবি করা আবেদনকারী এই আদালতে এই আপিলে রয়েছেন।

৫. আমরা শুনেছি যে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী অনুপ প্রকাশ অবস্থি, শ্রী পরমানন্দ পান্ডে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের পক্ষে স্থায়ী পরামর্শদাতা শিখেছেন এবং আপিলের কাগজপত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

৬. আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিতে চেয়েছিলেন যে বিচার আদালত এবং হাইকোর্টও দোষী সাব্যস্ত ও বহাল রাখার ক্ষেত্রে একটি ত্রুটি করেছে যে অভিযোগটি যেভাবে শুরু করা হয়েছিল সেই পদ্ধতিতে দ্বন্দ্ব এবং প্রসিকিউটর নিজেই যে বিভিন্ন বিবৃতি দিয়েছেন তা উল্লেখ করার চেষ্টা করবে। এটি যুক্তি দিয়েছিল যে ফৌজদারি কার্যধারাটি ০৯.০৮.২০১৩ তারিখের অভিযোগের মাধ্যমে চালু করা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছে যে তার মেয়েকে প্রতারণা ও প্রলুব্ধ করা হয়েছে, তাই কোথাও পালিয়ে গেছে। যখন ১০.০৮.২০১৩-এ একটি বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল, তখন তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে রামসরে ওরফে সিরি তার নাবালিকাকে প্রলুব্ধ করেছিলেন এবং তার বিবৃতি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছিল। এটি তার মামলা যে এমনকি ভুক্তভুগিও ঘটনার প্রকৃতি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী বিবৃতি দিয়েছেন এছাড়াও তার সেই আলোকে, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে এর পুরো তত্ত্ব

ভুক্তভুগিকে অপহরণ করা, প্রলুব্ধ করা বা যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে ধর্ষণ করা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটি যুক্তি দিয়েছিল যে ভুক্তভুগি যেভাবে রামসরে ওরফে সিরির সাথে যাওয়ার কথা বলেছিল সে সম্পর্কেও এটি কেবল ইঙ্গিত দেয় যে সম্মতিসূচক ছিল এবং যে কোনও ক্ষেত্রে আপিলকারীর নাম কেবল তখনই উল্লেখ করা হয়েছে যখন ধারা ১৬৪ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে একটি বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল। যদিও পিডব্লিউ ৩ হিসাবে তার সাক্ষ্যে তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে বলেছেন; তার জেরা-তদন্তে তিনি বলেছেন, প্রথমবারের মতো তার শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে যা তিনি পরিবারের কাছে বলেছিলেন কিন্তু আবার বলেছেন যে তিনি চার মাসের গর্ভবতী থাকাকালীন একই কথা প্রকাশ করেছিলেন এবং পরিবারের সদস্যরা তাকে একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

৭. বিদ্বান কৌঁসুলি তাই যুক্তি দেখান যে পিডব্লিউ-১ এবং পিডব্লিউ-২ হিসাবে পরীক্ষিত পিতামাতার প্রমাণ বা পিডব্লিউ-৩ হিসাবে প্রসিকিউটর দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণ নির্ভরযোগ্য ছিল না এবং বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের এই ধরনের প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা এবং সাজা দেওয়া উচিত ছিল না। যদিও পিডব্লিউ-৪ তার সাক্ষ্যে এবং মেডিকেল পরীক্ষার প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে প্রসিকিউটর গর্ভবতী এবং ভ্রূণটি ২০-২৩ সপ্তাহের বলে উল্লেখ করেছে, এটি তার যুক্তি যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে করা অভিযোগটি নিজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। বিকল্পভাবে, এটি যুক্তি দিয়েছিল যে আপিলকারীর সাথে তার শারীরিক সম্পর্ক সম্পর্কে প্রসিকিউটরের বিবৃতি এবং আবেদনকারী যখন গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন তখন তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন, এটি কেবল ইঙ্গিত দেয় যে এটি সম্মতিসূচক ছিল এবং যখন তিনি নিজেই বলেছেন যে তার বয়স ২০ বছর এবং যখন পিডব্লিউ-৪ ডাক্তার তার জেরায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তার দেহের বিকাশের কারণে এমনকি যদি তাকে ১৬-১৭ বছর বলা হয় তবেও বৈচিত্র্য থাকতে পারে এবং এটি সাধারণ এই ধরনের ঘটনা অনুসারে ১৭-১৮ বছর হতে পারে, তবে অভিযোগটি টেকসই হবে না। এমনকি অন্যথায়, তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধি ৩৭৬-ঘ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ন্যায়সঙ্গত নয় এবং বলা হয়েছে যে বিধানটি আহ্বান করা উচিত ছিল না কারণ এটি গণধর্ষণ হওয়ার যোগ্য নয়। উল্লিখিত সমস্ত কারণে, তিনি যুক্তি দেখান যে রায় বাতিল করা যেতে পারে।

৮. উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বিদ্বান স্থায়ী কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে বিচার আদালত এবং হাইকোর্টও রেকর্ডে উপলব্ধ প্রমাণগুলি উল্লেখ করেছে। যদিও বিভিন্ন বিবৃতিতে কিছু অসঙ্গতি থাকতে পারে তবে এটি দ্বন্দ্ব হিসাবে গণ্য হতে পারে না এবং সেই পরিস্থিতিতে যখন পিডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩ সকলেই প্রসিকিউশনের সমর্থনে ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এবং যখন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পরীক্ষা রয়েছে যা নির্দেশ করে যে ভুক্তভুগি ছিল

গর্ভবতী, অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি যুক্তি দিয়েছিল যে এমন পরিস্থিতিতে যখন প্রসিকিউটরের বাবা ১৪ বছর বয়স নির্দেশ করেছেন এবং ডাক্তারও প্রায় ১৬ বছর বয়সের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তখন সম্মতিসূচক যৌনতার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। সেই দৃষ্টিতে তিনি যুক্তি দেখান যে বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট দ্বারা গৃহীত রায় হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না।

৯. উপরের আলোকে, আমরা বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের দ্বারা করা বিবেচনার প্রকৃতি লক্ষ্য করেছি। যতদূর পর্যন্ত ঘটনার ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, বিশেষত আপিলকারীর বিরুদ্ধে, ভুক্তভুগির বাবা-মা এবং প্রসিকিউটর নিজেই পিডব্লিউ-১ থেকে পিডব্লিউ-৩ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল যারা এই বিষয়ে কথা বলেছেন। যদিও অভিযোগ এবং পিডব্লিউ-১-এর বক্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছিল এবং প্রথমবার অভিযোগকারী রামসরে ওরফে সিরির নাম উল্লেখ করেছিলেন, এমন পরিস্থিতিতে যখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ভুক্তভুগি, অর্থাৎ তাঁর মেয়ে বাড়িতে ছিল না এবং সেই অনুযায়ী সন্দেহের ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করেছিল। অভিযোগ অনুসারে যখন পুলিশ ব্যবস্থা নেয়, তখন বাদী এবং উক্ত রামসরে ওরফে সিরিকে পুলিশ উদ্ধার করে যখন তারা ১৬৪ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারার অধীনে বাদী দ্বারা রেকর্ড করা বিবৃতি অনুসারে মুম্বাই যাচ্ছিল। সেই পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক হবে বিচার আদালতের সামনে পিডব্লিউ-৩ হিসাবে ভুক্তভুগি দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি এবং প্রমাণ যা তার আগের ঘটনাগুলি বর্ণনা করে এবং সেই পরিস্থিতি যা তাকে সেই সময়ে রামসরে ওরফে সিরির সাথে থাকতে বাধ্য করেছিল। যদিও আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি কিছু অসঙ্গতি উল্লেখ করেছিলেন যেভাবে ভুক্তভুগি ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন এই যুক্তি দিয়ে যে তার নিজের বিবৃতি অনুসারে খড়ের কুঁড়েঘরটি চারদিক থেকে খোলা ছিল এবং এই কাজটি সংঘটিত হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল-দিনের সময় যা সম্ভাব্য হতে পারে না, এটি লক্ষ্য করা যায় যে প্রসিকিউটর দ্বারা পিডব্লিউ-৩ হিসাবে প্রদত্ত প্রমাণের সমষ্টি এবং উপাদান মূলত আপিলকারীর সাথে তার শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে ছিল যার কারণে সে গর্ভবতী হয়েছিল এবং এটি তার পরিবারের সদস্যদের কাছে তখনই প্রকাশ করা হয়েছিল যখন তারা তাকে গর্ভবতী বলে লক্ষ্য করেছিল। তিনি আরও বলেছেন যে সেই পরিস্থিতিতে যখন তিনি আপিলকারীকে তাকে বিয়ে করার জন্য জোর দিয়েছিলেন, তখন তিনি অস্বীকার করেছিলেন, হুমকি দিয়েছিলেন এবং তিনি সহ-অভিযুক্তের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং তাকে প্রলুব্ধ করে এবং নিয়ে গিয়ে রামসরে ওরফে সিরির সাথে বিয়ে করিয়েছিলেন।

১০. সেই প্রেক্ষাপটে, আবেদনকারীর একাধিকবার প্রসিকিউটরের সাথে শারীরিক সম্পর্ক ছিল এবং প্রসিকিউটর যখন এটি ঘটেছিল তখন তার বাবা-মায়ের কাছে তা প্রকাশ করেনি

প্রায় চার মাস আগে প্রথমবার কিন্তু যখন তার গর্ভাবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তখন তাদের নজরে আনা হয়েছিল, তখন এই অবস্থান থেকে দেখতে হবে যে সাজানো অভিযোগগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ভুক্তভুগি তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে ঘটনার দিন আপিলকারী, রামসরে ওরফে সিরি, নাঙ্গোদিয়া ইত্যাদি তাকে ধরে ফেলেছিল। যাইহোক, অন্য অভিযুক্ত এবং আপিলকারী এখানে আপিলকারীর সাথে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট ইঙ্গিত নেই বা রেফারেন্সটি এই বিষয়ে যে তারা আবেদনের তারিখে আবেদনকারীকে রামসরে ওরফে সিরির সাথে তাকে বিয়ে করার জন্য প্রলুব্ধ করতে এবং নিয়ে যেতে সহায়তা করেছিল। এছাড়াও যা লক্ষ্য করা উচিত তা হল, উক্ত রামসরে ওরফে স্যার এবং নাঙ্গোদিয়া হলেন ভাইবোন, যা রক্ষরামের পুত্র, যাকে বিচার আদালত খালাস দিয়েছিল। আপিলকারীর দ্বারা সংঘটিত যৌন নিপীড়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সেই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে।

১১. পিডব্লিউ-২ দ্বারা পিডব্লিউ-৩-কে দেওয়া প্রমাণ থেকে, বিশেষ করে পিডব্লিউ-৪ -এর প্রমাণ থেকে, যে ডাক্তার যিনি ভুক্তভুগিকে পরীক্ষা করেছিলেন, তিনি প্রকাশ করবেন যে তিনি সন্ধ্যা ৭ টায় ১৯.০৮.২০১৩ -এ ভুক্তভুগিকে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে অবিবাহিত ভুক্তভোগী সম্পূর্ণরূপে বড় হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার পরে দেখা গেছে যে হাইমেনের ফাটল পুরানো ছিল এবং সে তার গর্ভাবস্থার ২৪ সপ্তাহের মধ্যে ছিল। মেডিকেল রিপোর্টটি কে-২ হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। ক্রস-পরীক্ষায় তিনি ভুক্তভুগির বয়স ১৬ থেকে ১৭ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।যদিও তিনি বলেছেন যে সাধারণ বৈচিত্র্য অনুসারে এটি ১৭ থেকে ১৮ বছর হতে পারে, তার দ্বারা সেই প্রভাব সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট মতামত দেওয়া হয়নি। জেরায় তিনি অবশ্য বলেছেন যে গর্ভাবস্থাটি ২৩ সপ্তাহের ছিল। ডাক্তারের প্রতিবেদনে এটি ২৩ সপ্তাহের বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেখানে প্যাথলজি রিপোর্টে ২০ সপ্তাহের একক জীবিত ভ্রূণের অবস্থা দেওয়া হয়েছে ২০.০৮.২০১৩ হিসাবে ২ দিন। যদিও উল্লিখিত সপ্তাহের সংখ্যার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য রয়েছে, গর্ভাবস্থাটি ২০ সপ্তাহের কম ছিল না এবং যদি এটি পটভূমিতে রাখা হয়, তবে ভুক্তভুগির বিবৃতি যে আপিলকারী চার মাস আগে তার সাথে প্রথমবার সহবাস করেছিলেন, যা একটি আনুমানিক ইঙ্গিত এবং যে তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন তা পিরিয়ডের সাথে মিলে যাবে। যদিও ধারা ১৬৪ ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে দেওয়া বিবৃতি এবং প্রসিকিউটর দ্বারা পিডব্লিউ-৩ হিসাবে প্রদত্ত প্রমাণের ক্ষেত্রে সামান্য অসঙ্গতি রয়েছে, তবে অভিযোগের জোর দেওয়া হয়েছে যে আপিলকারী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে শারীরিক যোগাযোগ করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, ভুক্তভুগির প্রমাণ

এবং মেডিকেল প্রমাণ ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করবে।

১২. তবে আমাদের বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হবে তা হল ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধি-র ৩৭৬ঘ ধারার অধীনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে তা ন্যায়সঙ্গত হবে কি না এবং মামলাটি গণধর্ষণের যোগ্য হবে কি না। এই দিক থেকে, পিডব্লিউ-১ এবং পিডব্লিউ-২-এর প্রমাণ একই প্রমাণ করে না। পিডব্লিউ-৩ -এর প্রমাণ, ভুক্তভুগির স্পষ্ট নয় কারণ প্রসিকিউট্রিক্স অভিযোগ করেছেন যে যখন তিনি তার খড়ের কুঁড়েঘরে বসেছিলেন, তখন আপিলকারী রাস্তার পাশে তার গাড়ি (ট্র্যাক্টর) পার্ক করে এসে জল চেয়েছিলেন। সেই সময়, সে জিজ্ঞাসা করে যে তার বাবা কোথায় ছিলেন এবং যখন সে বলে যে সে বাইরে গেছে, তখন আপিলকারী তার উপর চাপ প্রয়োগ করে। সে আরও অভিযোগ করে যে সে চার মাস ধরে তার সাথে ভুল কাজ করে চলেছে এবং সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। যখন সে গর্ভাবস্থার কথা প্রকাশ করে এবং আপিলকারীকে তাকে বিয়ে করতে বলে, তখন সে রাজি হয়নি। অতএব, আপিলকারীকে দায়ী করা ধর্ষণের ঘটনা হিসাবে এটি প্রকাশ করে না যে সমস্ত অভিযুক্ত তার উপর ধর্ষণ করেছিল বা সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল এবং কমিশনকে সহায়তা করেছিল। এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে তিনি সেই দিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেদিন তাকে সমস্ত 'অভিযুক্ত' দ্বারা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে বলা হয়েছিল, তবে এটি উল্লেখ করা ছাড়া যে তাকে একটি মহিলার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যাকে তারা আন্টি বলে ডাকছিল এবং তার জায়গায় যৌন ক্রিয়াকলাপ করেছিল তদন্তের সময় যে স্থানটি পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং যে মহিলাকে সহায়তা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তাকে হয় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা পরীক্ষা করা হয়েছে তা নির্দেশ করার জন্য রেকর্ডে অন্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটিও প্রতিষ্ঠিত হয় না যে তাদের সকলকে একসাথে দেখা হয়েছিল বা সাধারণ উদ্দেশ্যে সহায়তা করা হয়েছিল।

১৩. প্রকৃতপক্ষে, হাইকোর্ট নিজেই যে উপসংহারে পৌঁছেছে তা ইঙ্গিত করবে যে রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ষণের অভিযোগ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য অভিযুক্তরা এই ধরনের আইনে জড়িত নয়। প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলি এখানে নিম্নরূপঃ

"২৩. আদালতের সামনে আরও বলা হয়েছে যে, অন্য অভিযুক্তরা সত্যিকারের ভাই এবং তাদের বাবা, যেমন ঘটনার সত্যতা অত্যন্ত অসম্ভব। অন্যান্য সহ-অভিযুক্তদের প্রধান সহযোগিতা বাদীকে প্রলুব্ধ করার জন্য বলে মনে হয় তবে নির্দিষ্ট ধর্ষণের অভিযোগ কেবল বর্তমান অভিযুক্ত-আবেদনকারীর বিরুদ্ধে করা হয়েছে এবং তাও ঘটনার চার মাস আগে কোনও না কোনও হুমকিতে। এটি তাকে দূরে প্রলুব্ধ করার এবং রাম আসরে ওরফে সিরির সাথে তাকে বিয়ে দেওয়ার কারণও দেয়।

২৬. উপসংহারে বলা যায়, বাদী তার দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়ার পরে অভিযুক্ত আপিলকারী দ্বারা বেশ কয়েকবার ধর্ষিত হয়েছিল এবং ঘটনার আগে তার বক্তব্যের সত্যতা বা নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহাতীত এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণের বিরোধিতা করতে পারে এমন কিছুই নেই। উদাহরণস্বরূপ, বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের অভিযোগকে অস্বীকার করা যায় না।

২৭. উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, যে পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত আপিলকারীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও প্ররোচনার অভিযোগ আনা যায় না তা বোঝা কঠিন। আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য বিচার আদালত যে কারণ দিয়েছে তা তাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট।

১৪. উপরন্তু, যখন তার বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রসিকিউট্রিক্সের সন্ধান পাওয়া যায় তখন তারা সবাই তার সাথে ছিল না, তবে তাকে কেবল রামসরে @সিরির সাথে পাওয়া যায়। এটি ছাড়াও, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে আবেদনকারী ছাড়াও অন্য তিন অভিযুক্ত হলেন ভাইবোন এবং তাদের বাবা রক্ষারামকে বিচার আদালত খালাস দিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে, গণধর্ষণের অভিযোগটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে, ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত ধর্ষণের ঘটনাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এটি ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার মামলা হবে। যাইহোক, বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক পকসো আইনের ধারা ৩৬৩,৩৬৬ এবং ধারা ৪ এর অধীনে নিশ্চিত করা এবং এর অধীনে আদেশ দেওয়া সাজা হস্তক্ষেপের আহ্বান জানাবে না।

১৫. ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধির ৫০৬ ধারার অধীনে আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উল্লেখ করা তারিখে, আপিলকারী অভিযোগকারীর কন্যা প্রসিকিউট্রিক্সকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিলেন এবং তাই ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধি ৫০৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধটি করেছিলেন। উক্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে আমরা পিডব্লিউ-৩ হিসাবে তার প্রমাণগুলিতে ভুক্তভুগির অস্পষ্ট বিবৃতি ব্যতীত কোনও সমর্থনকারী প্রমাণ খুঁজে পাই না যে যখনই সে তার সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপ করার চেষ্টা করার সময় চিৎকার করেছিল, তখন আপিলকারী তাকে কাউকে কিছু না বলার হুমকি দিয়েছিল অন্যথায় সে তাকে হত্যা করবে। ঘটনার সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনও বিবৃতি বা প্রমাণ নেই বা যেভাবে হুমকিটি তার প্রকৃত অর্থে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সেই দৃষ্টিতে, আমরা বা আমাদের মতামত যে বিচার আদালত দ্বারা আরোপিত এবং হাইকোর্ট দ্বারা অনুমোদিত ৫০৬ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা টেকসই নয় এবং বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ।

১৬. এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর যে আবেদনকারী ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধি ধারা ৩৭৬-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হতে বাধ্য এবং ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধি ধারা ৩৭৬ ঘ-এর অধীনে নয়, যথাযথ সাজা আরোপের জন্য বিবেচনা করা প্রয়োজন। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশ্ন -এর ঘটনাটি ০৯.০৮.২০১৩ তারিখের অভিযোগের উপর ভিত্তি করে। এই পরিস্থিতিতে, যদিও এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে ধারা ৩৭৬ সংশোধন করা হয়েছে। ২১.০৪.২০১৮ ন্যূনতম ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান করে, হাতে থাকা মামলাটি ২০১৩ সালের আবেদনকারীর দোষী সাব্যস্তকরণ ২০.০৫.২০১৫-এ ছিল। ঘটনা সংশোধনের আগে ঘটেছিল, পূর্ব-সংশোধিত বিধানটি নোট করতে হবে। একই বিধানে বলা হয়েছে যে, ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাত বছরের কম নয়, যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে এমন কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং জরিমানাও দিতে হবে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে দেখা যায় যে, আবেদনকারীর কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরী নেই এবং তিনি পাঁচ সন্তানের বাবা এবং বড় ছেলের বয়স ১৮ বছরের বেশি, এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না যা ইঙ্গিত করে যে আবেদনকারী ভবিষ্যতে একই ধরনের কাজে লিপ্ত হবেন। সেই পরিস্থিতিতে, আমরা এটি যথাযথ বলে মনে করি যে ৭ বছরের সাজা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট প্রতিবন্ধক হতে পারত। জেল সুপারিনটেনডেন্ট, জেলা কারাগার, বাহরাইচের জারি করা হেফাজত শংসাপত্র থেকে, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে আপিলকারীরা হেফাজতে ছিল। যদি এই অবস্থানটি হয়, তবে তিনি হেফাজতে রয়েছেন এবং ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাজা ভোগ করেছেন-যা তার সাজা হবে। এইভাবে তিনি জরিমানা প্রদান ব্যতীত আমাদের দ্বারা আরোপিত সাজা ভোগ করেছেন। বিচার আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা এবং ডিফল্ট সাজা বজায় রাখা হয়েছে।

১৭. ফলস্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত আদেশটি দিচ্ছিঃ-

(i) পকসো আইনের ধারার ৩৬৩,৩৬৬ এবং ৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা নিশ্চিত করা হয়েছে। ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধি ৫০৬ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিল করা হয়েছে।

(ii) বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ এবং ভারতীয় দন্দবিধি-র ৩৭৬ ঘ ধারার অধীনে হাইকোর্ট কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে। এর পরিবর্তে আপিলকারীকেভারতীয় দ্বন্দ্ববিধি-র ৩৭৬ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং যে সময়ের জন্য তাকে সাজা দেওয়া হয়। বিচার আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা এবং ডিফল্ট সাজা অপরিবর্তিত থাকবে,

(iii) যেহেতু 20.09.2013 তারিখের হেফাজত শংসাপত্র ইঙ্গিত করে যে আপিলকারী ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাজা ভোগ করেছেন, তাই আপিলকারী -কে জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে

কারণ সমস্ত বাক্য একযোগে চলে এবং যদি তাকে অন্য কোনও ক্ষেত্রে আটক করার প্রয়োজন না হয়।

(iv) তদনুসারে আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

(v) বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

দিব্যা পান্ডে আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly